মেহেরপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থী মান্নানের বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ ইসির

আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় মেহেরপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলার নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

গতকাল বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) রাতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উপসচিব (আইন) মো. আব্দুছ সালাম স্বাক্ষরিত এই সংক্রান্ত নির্দেশনা মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার দোলন কান্তি চক্রবর্তী বলেন, ‘আজ শুক্রবার ৫ জানুয়ারি আমি চিঠিটি হাতে পেয়েছি। পাবলিক প্রসিডিউটরের সাথে আলোচনা করে মামলার সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ‘

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান ইসির নির্দেশনার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, ‘নির্বাচন কমিশনের চিঠিতে উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে সংশ্লিষ্ট জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির দেওয়া রিপোর্টার ভিত্তিতে ইসি এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। তবে বিষয়টি তাৎক্ষণিক আমলযোগ্য নয়। নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে মামলা দায়ের করা হবে।’

আচরণবিধি লঙ্ঘনে শোকজের জবাব দিলেন হানিফ-আতা

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ অস্বীকার করে কুষ্টিয়া-৩ আসনের নৌকার

প্রার্থী মাহবুব-উল আলম হানিফ ও তার ভাই নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কাছে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দিয়েছেন।

মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে নোটিশের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাহবুব-উল আলম হানিফ তার প্রতিনিধি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) অনুপ কুমার নন্দীর মাধ্যমে লিখিত জবাব দিয়েছেন বলে জানান আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. মনিরুল ইসলাম।

তিনি আরও জানান, হানিফের ভাই আতাউর রহমান আতা সশরীরে হাজির হয়ে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন।

এর আগে রোববার বিকালে ওই আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির প্রধান যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মুহাম্মদ মাযহারুল ইসলামের স্বাক্ষরে দুই ভাইকে নোটিশ পাঠানো হয়।

সেখানে ২৬ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় অনুসন্ধান কমিটি প্রধানের কার্যালয়ে হাজির হয়ে এ দুজনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল।

মাহবুব-উল আলম হানিফ এবার কুষ্টিয়া-৩ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী। এ ছাড়া তিনি দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তার চাচাতো ভাই আতাউর রহমান আতা কুষ্টিয়া সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ও কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

আলাদাভাবে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে আনা অভিন্ন অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছিল, কলকাকলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের আয়োজনে সাতদিনের প্রশিক্ষণের শেষ দিনে প্রতিটি বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষকদের নির্বাচনি জনসভা করার জন্য বাধ্য করার অভিযোগ পাওয়া গেছে দুজনের বিরুদ্ধে। যা জাতীয় সংসদ নির্বাচনি আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ১৪ এর লঙ্ঘন।

এ বিষয়ে মাহবুব-উল আলম হানিফের প্রতিনিধি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অনুপ কুমার নন্দী মোবাইল ফোনে বলেন, “আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে করা নোটিশের জবাব দিয়েছি অনুসন্ধান কমিটির কাছে এবং বিষয়টি নিষ্পত্তিও হয়ে গেছে।”

মেহেরপুরে আচরণবিধি লঙ্ঘনের মচ্ছব, নির্বিকার দায়িত্বপ্রাপ্তরা

মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনে (সদর ও মুজিবনগর) চলছে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘণের মচ্ছব। প্রতীক বরাদ্দের আগেই নির্বাচনী অফিস ও তোরণ নির্মাণ করছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থীর সমর্থক ও অনুসারীরা। মোবাইল কোর্ট থাকছে নির্বিকার। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বলছেন আমরা সকলকে মৌখিকভাবে অনুরোধ করছি আচরনবিধি অমান্য না করার জন্য, তবে এখনই কোন অ্যাকশনে যাচ্ছে না।

গত বুধবার ৬ নভেম্বর মুজিবনগরের তারানগর গ্রামে চাষী ক্লাবের পাশে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারণা অফিস উদ্বোধন করেন মাদক কেলেঙ্কারিতে সদ্য বহিষ্কৃত মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব ও আরিফ মাস্টার। অফিসের সামনে নৌকা প্রতীকের তোরণ নির্মাণ করে লাইটিং করা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে শেখ সাকিবের বক্তব্য নিতে গতকাল বৃহস্পতিবার বিভিন্ন সময়ে তার মোবাইলে অসংখ্যবার কল দিলেও তিনি ফোন ধরেননি।

ইতোপূর্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামন পাড়া মোড়ে প্রতীক বরাদ্দের আগেই প্রতীকের তোরণ নির্মাণ ও জোরপূর্বক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের নিয়ে নৌকার প্রার্থীর পক্ষে সভা করানোর অভিযোগ ওঠে। বিস্তারিত বিষয়টি একটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও নেওয়া হয়নি কোন ব্যবস্থা।

মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান বলেন, ‘আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি নিয়ে কয়েকবার নির্বাচনকালীন মোবাইল কোর্টের দায়িত্বে থাকা সদর এসিল্যান্ডের কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ দেওয়া হলেও তিনি নির্বিকার রয়েছেন। জেলা রিটারনিং কর্মকর্তার কাছেও আমি লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। আমি নিজেও আওয়ামী লীগ করি, আওয়ামী লীগ থেকেই দুইবার সংসদ

সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। কিছু অনুপ্রবেশকারী ভুঁই ফোড় নব্য আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নির্লিপ্ততায় শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে জনগণের কাছে অহেতুক বিতর্কিত করা হচ্ছে। জানিনা এটা বর্তমান সরকারকে বিতর্কিত করার কোন ঘৃণ্য পরিকল্পনার অংশ কিনা।’

নির্ধারিত সময়ের আগেই নৌকার নির্বাচনী প্রচারণা অফিস এবং তোরণ নির্মাণের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক বলেন, ‘আমার বাড়ি গাংনী উপজেলায়। আমি মেহেরপুরের সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে পারবো না। আপনি বরং দলীয় সভাপতি কে ফোন দেন। ‘

জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ ওয়ালিউল্লাহ’কে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ‘আমরা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলতে উৎসাহিত করার জন্য। একটি পরিপত্রের কারণে কিছুটা অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে। আমরা নিজেরাই এখন স্পষ্ট হতে পারছি না, কি করা যাবে না আর কি করা যাবে। আপনি জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার সাথে বিষয়টা নিয়ে কথা বলেন। উনি ব্যাপারটি স্পষ্ট করতে পারবেন।’

জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসার শামীম হাসান বলেন, ‘কোন প্রার্থী বা তার সমর্থক ১৮ তারিখের আগে কোন ভাবেই নির্বাচনী অফিস বা তোরোণ নির্মাণ করতে পারবে না। এটা আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ ধরনের ঘটনার কোনো লিখিত অভিযোগ পেলে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব। ‘